ভারতীয় বনৌষধি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য অনুসন্ধান

(অধ্যাপক শ্রীঅনুতোষ দাশগুপ্ত, এম-এ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, Roxburgh Fleming এবং Royle পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয় বনৌষধি ও উহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে Asiatic Researches and Bengal Asiatic Societyর পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করেন। O' Shaughnessy প্রণীত Bengal Dispensatory নামক গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে বঙ্গদেশজাত বৃক্ষাদির জাতি ও শ্রেণীবিভাগ নির্ণয় করিয়া কোন গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। ঐ পুস্তক রচিত হওয়ার পূর্ব্বে মাসিক পত্র ও নানা দেশীয় আলোচনা-সমিতির কার্য্যবিবরণী হইতে নানা প্রকার তথ্য সংগৃহীত হইত। Bengal Dispensatory দ্বারা পাশ্চাত্য অনুসন্ধান-কার্য্যের একটী বিষম অসুবিধা ও অভাব দূরীকৃত হয়। ইহার পর Bengal Pharmacopoeia ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইলে এই কার্য্যে আরও সুবিধা হয়। এই গ্রন্থ-খানিতে নানা ভ্রম প্রমাদ থাকা সত্ত্বেও ইহাই তৎকালে অনুসন্ধান কার্য্যে পথ প্রদর্শকরূপে ব্যবহৃত হইত এবং কালক্রমে ইহার ভিত্তির উপর Pharmacopoeia of India রচিত হয়। ইহার পর বঙ্গদেশের বনৌষধি সম্বন্ধে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে কানাই লাল দে একখানি পুস্তক লিখিয়া যশস্বী হয়েন। এই পুস্তক-খানি O' Shaughnessy প্রণীত Pharmacopoeia এবং Dispensatory অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত। ১৮৬২ খৃঃ অঃ লণ্ডন নগরে যে প্রদর্শনী হয় তাহাতে তিনি বঙ্গদেশ হইতে, ঔষধে ব্যবহার্য্য

নানা প্রকার গাছ পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রেরিত ও প্রদর্শিত উদ্ভিদের তালিকা বঙ্গদেশের Civil Hospital সমূহের Inspector General মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুসারে প্রকাশিত হয়। অতঃপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধে কিরূপ অনুসন্ধান হইয়াছে বা হওয়ার সুযোগ রহিয়াছে, আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশীয় ঔষধার্থ ব্যবহারোপযোগী উদ্ভিদ সমূহের বর্ণনা মূলক কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অদ্যাপি রচিত হয় নাই। ১৮৪৮ খৃঃ Irvine "A short account of the Materia Medica of Patna" নামে একখানি পুস্তক মুদ্রিত করেন। আসাম ও উড়িষ্যাজাত ঔষধাদির কিছু বিবরণ উক্ত প্রদেশীয় Gazetterএ প্রকাশিত হইয়াছে।

East India Companyর যুগে মাদ্রাজে বনৌষধি সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য যত বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক আগমন করিয়াছিলেন, ভারতের অন্য কোন প্রদেশে সেরূপ ঘটে নাই। ভারতবর্ষীয় উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের চিত্র গ্রন্থগুলির অধিকাংশই মাদ্রাজে অঙ্কিত হইয়াছিল। Rheede প্রণীত Hortus Malabarica, Roxburgh প্রণীত Coromandel Plants, Wright সম্পাদিত Icones Plantarum, Bedome রচিত Flora Sylvatica—প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ চিত্রসম্বলিত গ্রন্থগুলি রচনা কালে বহু সংখ্যক লোক মাদ্রাজে কার্য্য করিয়াছেন। মাদ্রাজজাত বনৌষধি সম্বন্ধে ১৮১৩ সালে Ainslie লিখিত Materia medica of Hindusthan এবং ১৮২৬ সালে লিখিত Materia Medica উৎকৃষ্ট প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। মাদ্রাজ জাত ঔষধার্থে ব্যবহৃত গাছের অনুসন্ধান কার্য্যে Waring অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন এবং তাহার শ্রমলব্ধ নানা তথ্য Pharmacopoeia of Indiaতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

Bidie প্রণীত "দক্ষিণ ভারত জাত দ্রব্যসম্ভারের প্যারিস প্রদর্শনী তালিকা" নামীয় পুস্তক হইতে মাদ্রাজের বনৌষধি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। ইহা ব্যতীত Madras Quarterly Monthly Journal of Medical Service নামক পত্রিকায় মাদ্রাজের গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে Bidie রচিত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের বনৌষধি সম্বন্ধে বিগত শতাব্দীতে যাঁহারা বিশেষরূপ চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে Moodeen Sheriffএর নাম উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তাঁহার লিখিত Materia Medica of Madras তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছে।

বোম্বাই প্রদেশে যে সমুদয় গাছ জন্মিয়া থাকে, তৎপ্রতি বহুকাল, বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টিপাত হয় নাই। অবশেষে Dalzell and Gibson—১৮৬১ সালে Bombay Flora নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়া উদ্ভিদতত্ত্বানুসন্ধানকারীদিগের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিলেন। ইহার পরবর্ত্তী বৎসর অর্থাৎ ১৮৬২ সালে Birdwood "Vegetable Products of Bombay" অর্থাৎ বোম্বাইজাত ভৈষজ্যদ্রব্য নামক গ্রন্থখানি প্রণয়ণ করেন। এই পুস্তকে উক্ত প্রদেশীয় বৃক্ষলতাদি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে Pharmacopoeia of India নামক যে পুস্তকখানি গবর্ণমেণ্টের আদেশে প্রকাশিত হয়—উহাতে বোম্বাই-জাত বৃক্ষাদি পর্য্যাপ্তরূপে বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু ইহার পর সখারাম অর্জ্জুন ও William Dymock বিশেষ পরিশ্রম সহকারে বোম্বাই প্রদেশীয় উদ্ভিদ তত্ত্বানুসন্ধানে মনোনিবেশ করেন। সখারাম অর্জ্জুন Grant Medical Collegeএর উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বাজারে প্রচলিত বহু উদ্ভিদ দ্রব্যের পরিচয় নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত Bombay Drugs বা "বোম্বাই-

জাত উদ্ভিজ্জ দ্রব্য" নামক গ্রন্থ হইতে চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণ ঔষধার্থ ব্যবহারোপযোগী নানা প্রকার বৃক্ষলতার সন্ধান পাইয়াছেন। উহা ১৮৭৯ খৃঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

Brigade Surgeon William Dymock—ভারত সরকারে ভৈষজ্য দ্রব্যাদির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি ভারতজাত বনৌষধির তত্ত্বানুসন্ধানে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "Vegetable Materia Medica of Western India"—একখানি অমূল্য গ্রন্থ। এই পুস্তক হইতে শুধু বোম্বাই নহে, সমগ্র ভারতজাত সাধারণ উদ্ভিদ দ্রব্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পর Pharmacographia Indica—A History of the Drugs of Vegetable Origin met with in British India অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান উদ্ভিদ দ্রব্যাদির ইতিহাস William লিখিয়া Dymock চির স্মরণীয় হইয়া আছেন। —Surgeon Major Warden এবং Hooper তাঁহার সহকারী লেখক ছিলেন। ভারতীয় বনৌষধি সম্বন্ধে এই পুস্তকখানি বিদ্বদ্-সমাজে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে।

সিন্ধু প্রদেশ হইতে স্থানীয় বৃক্ষলতাদি সংক্রান্ত কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। "Plants and Drugs of Sind" বা সিন্ধুদেশীয় উদ্ভিদ ও ঔষধ নামক একখানি পুস্তক Murray কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু Murray স্বয়ং চিকিৎসক বা উচ্চ বৈজ্ঞানিক ছিলেন না; সুতরাং তাঁহার পুস্তক প্রমাণ্য বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

পঞ্জাবদেশীয় বৃক্ষলতা ও ভৈষজ্য দ্রব্যাদি সম্বন্ধে সুবিস্তৃত তথ্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। Honnigberger হন্নিগ বারজার নামে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক রাজা রণজিৎ সিংহের

গৃহচিকিৎসক ছিলেন। Thirty five years in the East বা "এসিয়ার ৩৫ বৎসর" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া ছিলেন। উহাতে পঞ্জাবজাত নানাপ্রকার বৃক্ষলতা দ্রব্যের গুণ বর্ণনা আছে। কিন্তু উহা প্রামাণ্য গ্রন্থ নহে। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে পঞ্জাবে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহাতে পঞ্জাবজাত নানাপ্রকার বনৌষধি ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হয়। মিষ্টার Baden Powell তাঁহার স্বপ্রণীত গ্রন্থে ঐ সমুদয় উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদির বর্ণনা করিয়াছেন। লাহোর মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ Dr. Burton Brown স্বয়ং একজন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ও উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পঞ্জাবজাত উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদির সম্বন্ধে সরকারে বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে ঐ দেশের ঔষধার্থে ব্যবহৃত বৃক্ষলতাদি সম্বন্ধে নানা তথ্য অবগত হওয়া যায়,—উহাই বর্ত্তমান সময়ে পঞ্জাবজাত বৃক্ষাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধানকারীদের একমাত্র সম্বল ও পথপ্রদর্শক। Dr. Stewert পঞ্জাব অরণ্য বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার লিখিত "Punjab Plants" এবং Dr. Brown প্রদত্ত সরকারী বিবরণ পঞ্জাবজাত বৃক্ষাদি সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধানকারীদিগের প্রধান সম্বল।

আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্ত প্রদেশজাত বনৌষধি সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত বিশেষ অনুসন্ধান হয় নাই। Mr. Atkinson প্রণীত "Economic Products of the North West Provinces" —অর্থাৎ "উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় কৃষিজাত দ্রব্যাদি" নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য অবগত হওয়া যায়।

রাজপুতানা এবং মধ্যপ্রদেশীয় বনৌষধি সম্বন্ধে বিশেষরূপ কেহ চর্চ্চা করেন নাই। এ বিষয়ে সত্বর অনুসন্ধান হওয়া বিশেষ আবশ্যক, যদিও এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশের বনজাত ঔষধাদি

সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট পুস্তকাদি রচিত হইয়াছে; কিন্তু কাশ্মীর, বেলুচিস্থান, সিন্ধু, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মধ্যদেশ ও রাজপুতানা অঞ্চলের বৃক্ষলতাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধানকার্য্য অতি সামান্য-রূপই হইয়াছে। Watt's Dictionary of the Economic Products of India, William Dymock প্রণীত Pharmacographica প্রকাশিত হওয়ার পর অনুসন্ধানকারীদের অনেক অভাব ও অসুবিধা দূর হইয়াছে।

Hooker কল্পিত Flora of British India পরিসমাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু পুনরায় মুদ্রাঙ্কণ না হওয়াতে উহা এখন দুষ্প্রাপ্য এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে, বর্ত্তমান সময়ের অভাব এই পুস্তক দ্বারা সম্পূর্ণ দূর হয় না।

Sir David Prain প্রণীত Bengal Plants, Mr. J. T. Duthie প্রণীত Gangetic Flora describing plants of the United Provinces of Agra and Oudh. Dr. Theodore Cooke প্রণীত Flora of Bombay, Mr. Haines প্রণীত Flora of the Central Provinces, The Botany of Bihar & Orissa; Gamble প্রণীত Flora of Madras; Col. Bamber প্রণীত Punjab Flora; Aitchinson প্রণীত Catalogue of the Plants of The Punjab & Sind; Stewart প্রণীত Forest Flora of North West & Central India; Sir Henry Collet প্রণীত Flora Simlensis; Barkil প্রণীত Plants of Beluchisthan; Coventry প্রণীত Wild Plants of Kashmere; Blatter প্রণীত Beautiful Flowers of Kashmere; Jacquement প্রণীত Plants of Kashmere; Blatter প্রণীত Flora of Cach;

Fyson প্রণীত Flora of Nilgiri ; Major Phatak প্রণীত Medicinal Plants Gwalior ; Wallich ও পরে Barkil প্রণীত Plants of Nepal ; Messrs Barkil & Smith প্রণীত, 'Flora Bhutan & Sikkim ;' Blatter প্রণীত Palms of British India & Ceylon , Beddome, Clarke, Baynes, এবং Blatter and Dalmeida প্রণীত ভারতজাত ফার্ম জাতীয় গ্রন্থাবলী ; Duthie ও Symmond প্রণীত ভারতীয় ঘাস-বিষয়ক পুস্তকগুলি (অধুনা বাজারে দুষ্প্রাপ্য), মহীশূর উদ্ভিদ্ সংক্রান্ত Gazetteer, জয়কৃষ্ণ ইন্দ্রজিৎ প্রণীত গুজরাটী ভাষায় লিখিত বরদা কাথিয়াবাদ রাজ্যের বৃক্ষলতাদি সংক্রান্ত ইতিবৃত্ত ; এবং সর্ব্বোপরি Lt. Col. কৃত্তিকার ও Major B. D. Bose প্রণীত Indian Medicinal Plants, ভারতীয় বনৌষধি সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধানে নিত্য প্রয়োজনীয় অমূল্য উপকরণ।

বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথমে ভারতজাত উদ্ভিজ্জ পদার্থের—গুণ পরীক্ষার জন্য পেটিট লেবোরেটরী বোম্বাই সহরে স্থাপিত হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরে Indian Medical Congressএর যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হয়—"ভারতজাত ঔষধ যে আরও বহুল পরিমাণে এদেশে প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়—এই বিষয়ে ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।" এই প্রস্তাবের ফলে ভারত সরকারের একটী "Indigenous Drugs Committee" বা দেশীয় ঔষধ সমিতি নিযুক্ত করেন। [১৮১৬ সালে ৩রা জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় এই কমিটির একটি অধিবেশন হয়] এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলিরও উপযোগীতা ও সমীচীনতা অর্থাৎ কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভবপর কিনা—তৎসম্বন্ধে সরকারের বিশেষ বিবেচনার জন্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে ভারত-সরকার কমিটির উপর ভার প্রদান করেন।

(a) যে সমুদয় ভারতজাত গাছ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার নিয়মিতরূপে উৎপাদন বিষয়ে, উৎসাহ প্রদান।

(b) সুপরীক্ষিত গাছগুলি সরকারী ঔষধাগারে যাহাতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে ভারত সরকার কর্ত্তৃক উৎসাহ প্রদান।

(c) সরকারী ঔষধাগারে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট দেশীয় ঔষধ প্রস্তুত করণ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্মতি প্রদান।

এবং ভারত সরকার কমিটির নিকট হইতে আরও জানিতে চাহেন যে, উল্লিখিত বিষয়গুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে ইত্যাদি। এই কমিটি দুইটি রিপোর্ট উপস্থিত করিয়াছেন।

Chemical Societies ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান সমিতির মাসিকপত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, ভারতজাত বৃক্ষলতার রাসায়ণিক গুণ অধুনা অনেকে পরীক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহাদের পরীক্ষার ফল দেশ-বিদেশে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইতেছে। Bangaloreএর Tata's Research Institute নামক বিজ্ঞানাগারে কয়েকটী কর্ম্মী এইরূপ কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর কলিকাতার Tropical School of Medicine নামক প্রতিষ্ঠানটির হস্তে ভারতজাত বনৌষধির গুণ পরীক্ষার জন্য ৫০,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে উদ্ভিদজাত দ্রব্যগুণ শিক্ষা করিবার জন্য কোন বিদ্যালয় বা শিক্ষায়তন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শুনিতে পাওয়া যায় Tropical School of Medicineএর প্রতিষ্ঠাতা Lt. Col. Sir Leonard Rogers, Indian Industry Commissionএর নিকট সাক্ষ্যদানকালে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে যে সমুদয় ঔষধ

বিদেশ হইতে আমদানি হইয়া থাকে, উহা আবর্জ্জনা বা আস্তাকুড়ের জঞ্জাল ব্যতীত আর কিছুই নহে। British Pharmacopoeiaতে যে সমুদয় ঔষধ ভারতীয় গাছ-গাছড়া হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং অপরার্দ্ধের প্রায় অধিকাংশ ঔষধই ভারতবর্ষের সরস ভূমিতে কৃষির দ্বারা উৎপন্ন করা যাইতে পারে। সুতরাং স্বাবলম্বী হওয়ার এইরূপ সুযোগ ভারতবাসীর গ্রহণ করা উচিত কিন্তু ঔষধপত্রের উপাদানে কোনরূপ ভেজাল না দিতে পারে, তদ্বিষয়ে ভারতবাসীকে বিশেষভাবে সতর্ক হইতে হইবে।

ভারতবর্ষের বাজারে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে সমুদয় কাঁচা মাল বিক্রীত হয়, উহার অবস্থা দেখিয়া অনেকে দুঃখ ও নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ঔষধের দ্রব্যাদি বেনেদের দোকানে যেরূপ অযত্নে ও অসাবধানে রাখা হয় তাহা স্বচক্ষে দেখিলে ঐ ঔষধের প্রতি অশ্রদ্ধা হওয়া স্বাভাবিক। অধিকাংশ স্থলে সংগৃহীত লতাপাতা ও শিকড়গুলি পচা, গলিত, ধূলিপূর্ণ, কীটদষ্ট বা কৃমিভক্ষিত, আর্দ্র বায়ু ও উত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার কোন উপায় অবলম্বিত হয় না। এই সমুদয় ঔষধের গাছ-গাছড়াগুলি অধিকাংশ স্থলে ভেজাল মিশ্রিত; উহাতে লেবেল বা নাম লেখা থাকে না এবং জল-বায়ু, শীত-তাপ, কীটাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য শিশি-বোতলে উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া রাখা হয় না। ১৮৬৯ সালে Calcutta Review নামক মাসিক পত্রে কোন লেখক এইরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলা বাহুল্য ইহার দ্বারা কোনরূপ অত্যুক্তি প্রকাশিত হয় নাই।

অতঃপর দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে গাছ-গাছড়া ও অন্যান্য দ্রব্যাদির দ্বারা British Pharmacopoeaর বর্ণিত অর্দ্ধেক ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। শুধু Great Britain নহে,

America ও Europeএর, এমন কি—পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ভারতজাত বনৌষধি নিয়ত ব্যবহৃত হইতেছে এবং নানা দেশের বিজ্ঞানাগারে এই সমুদয় ঔষধের গুণাগুণ আধুনিক প্রণালীতে পরীক্ষিত হইতেছে। ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় ঋষিগণ কঠোর অনুসন্ধানের ফলে ঔষধ দ্রব্যাদির গুণ সম্বন্ধে যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, অধুনিক পাশ্চাত্য পরীক্ষার দ্বারা সেই প্রাচীন মত সমর্থিত হইয়া বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। আমরা সুযোগ প্রাপ্ত হইলে অন্য সময়ে এই বিষয়ের আলোচনা করিব। ভারতজাত কোন্ কোন্ বৃক্ষলতা কোন্ কোন্ দেশে কিরূপভাবে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার আলোচনা কৌতুহলোদ্দীপক হইলেও তৎসম্বন্ধে আজ আর কিছুই বলা সম্ভব নহে। উপসংহারে বলিয়া রাখিতেছি যে, আমাদের দেশে গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ও রাজা, জমিদার এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের সাহায্যে ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিস্তীর্ণ ভূমিতে এক একটী অনুসন্ধান বিভাগ সহ ভৈষজ্য উদ্যান রচিত হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে চিকিৎসক সম্প্রদায়ের ও উদ্ভিদ-তত্ত্বানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই উৎসাহশীল হওয়া কর্ত্তব্য। দেশীয় চিকিৎসকদিগের পক্ষে ভারতীয় বনৌষধির গুণাগুণ সন্ধানে অধিকতর উদ্যোগী হইতে হইবে, যদিও রাজকীয় সাহায্য ব্যতীত বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরাস্ত করা সহজ ব্যাপার নহে। *

---

* এই প্রবন্ধের উপকরণ Records of Botanical Survey of India, এবং প্রবন্ধোক্ত নানা গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইতেছে।—লেখক।